করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ

6^{th} semester

সাধারণ স্তর

বিষয় বাংলা

Course

DSE – T – 2

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর লেখ - ১০

১। 'সমাদ্দারে'র চাবি গল্পের রহস্যের বিষয় কি ছিল ? সেই রহস্য ফেলুদা কিভাবে সমাধান করেছিলেন ?

২। 'একুশে আইন' কবিতায় উল্লেখিত একুশে আইন গুলি কি কি ?

Course

GE – T – 2

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর লেখ - ১০

১। 'পাগলা ঘোড়া'- নাটকের অভিনব দিকগুলি কি কি ?

২। কারাগার নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর ।

Course

SEC – T – 4

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর লেখ - ১০

১। মূল পান্ডুলিপি দেখে প্রুফ সংশোধন কর

চেয়ার

কাষ্ঠ কিংবা ধাতব নির্মিত শবির , চতুষ্পদী , দ্বৈত হস্ত ,স্কন্ধ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে মস্তকাবোধি পশ্চাৎ ভাত -- মোটের উপর এই আমার পরিচয়। আমিচেয়ার । কি ? আমাকে গণ্য করলেন না তো । তা অবশ্য না করারই কথা । আমার কি-ই বা ক্ষমতা আছে । কেউ কোলের উপর চেপে বসলে গর্ধবের কর্তব্য মনে করে নিরবে সহ্য করতে হয়। কেউ ঘাড় ধরে সরাবে , কেউ কোমর ধরে ঘুরাবে। সব আমার কপালের লিখন , মাঝে মাঝে রাগ হয় জানেন । ভাবি , এত কত্যাচার সারা জীবন সহ্য করে যেতে হবে ! একবার অবশ্য বদলা নেবার চান্স হয়েছিল । আমার কোমরটা কখন একটু ঢিলা ঢিলা হয়েছিল কেউ জানে না । একজন হোমরা চোমড়া গোছেরবাবু তার বপুটা যেইকি আমার উন্মুক্ত কোলের উপরে উপবেশন করলেন অমনি মর্মর মর্মর .. তারপর ধপাস ! সেই দিন বুঝেছিল আমাকে যত্ন না করে শুধু ব্যবহার করলে তার কি দাঁড়ায় । যত্ন অবশ্য যে আমার একেবারে হয় না তা বলোলে বেইমানি হবে। তবে তা ক্ষেত্র বিশেষে । যেমন ধরুন আমাকে যদি কোন মন্ত্রী -সান্ত্রীর ঘরে দেখতে পান , দেখবেন সকাল সকাল আমার শরীরের ধুলো পরিস্কার হচ্ছে , ঘাড় পর্যন্ত তোয়ালে জড়ান হয়েছে , আমার সামনে টেবিল বাবাজি নৈবেদ্যর আকারে রেখে দিয়েছেন তার সুসজ্জিত লট বহর । আমাকে তখন চেয়ার বললে একটু ছোটো করা হয় । কুর্সি বলুন তো ঠিক আছে । এখানে আমার উপরে কেউ না । টুল না, টেবিল না , সামনের স্তুপ করা ফাইল না , এমনকি বিদেশি কম্পিউটারটাও

না । কিন্তু এই আমাকেই যদি কোন মঞ্চে ঠেসে দেন তাহলে গেলাম ! একেন তো পাটাত অসমতল , তার উপর রেডিমেট পোষাক আসাক । কোন নেরু দা কখন ঘাড় টেনে বসবেন আবার উঠবেন তার না আছে কোন ভব্যতা না আছে কোন অসতর্কতা । সেবার এক বাবু ।।মশাইয়ের প্যান্টের পেছন দিকের কাপড় ফ্যার ফ্যার করে ... সে যা তা অবস্থা । আমার বাম কোলের উপর সামান্য পেরেক উঠেছিল ।। তা তুমি শেখে বসনি কেন ? এখন রেগে মেগে আমাকে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে । বা বা বা । আর যখন আমি তোমাদেরকে ইট পাটকেলের হাত থেকে বাঁচাই ? অপিসে বসে বাইরের গুন্ডাদের ডান্ডা সামলাও যখন আমার কোলের তলাতে ঢুকে ? করে না ! আমাকে তোমরা পেয়েছটা কি ? ছাত্র রাগ দেখাবে আমাকে আছাড় মেরে , রোগীর আত্মীয় হাসপাতালের উপর তেজ মেটাবে আমাকে চুরমার করে , সেই দিনতো বাড়ির ছোটো গিন্নি মোবাইলের টাওয়ার পাচ্ছিলনা বলে আমাকে ঝেড়ে দিল এক লাথি । তার পরে নখ উপরে গেলে বর আর আমাকে এক সাথে গাল পাড়তে লাগলেন । ভালো লাগেনা জানেন । মাঝেমাঝে মনে হয় যদি আমি না জন্মাতাম বেশ হত । বসতো সব আসন পেতে হাটু মুড়ে । বুঝতো বাতের ব্যাথা কাকে বলে কাকে বলে । যাকগে , যা হচ্ছে হোক । আপনাদের সেবা দেওয়াই আমার কাজ । দিয়ে যাই , দিয়ে যাই । যেভাবে খুশি আমাকে ব্যবহার করুন - পরিপাটি করে বসুন , হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসুন , পায়ের উপর পা তুলে কায়দা ভেজে বসুন , কোমর দুলিয়ে আমাকে নিয়ে দোল খান আমার কোনও আপত্তি নেই ।? শুধু মাঝে সাঝে আমাকে একটু যত্ন করুন। আমার প্রতি আপনাদেরও একটা কর্তব্য রয়েছে , তাই নয় কি ? মনে রাখবেন আমার কিন্তু একটা 'মান' আছে । আর চেয়ারের 'মান' মানে আপনারই সন্মান । তাই বলে আবার আমাকে অযথা আটকে রাখবেন না । চেয়ার আটকে রাখা মোটেও নিরাপদ নয় । জোর করে ধরে রাখা চেয়ার একবার হাত ছাড়া হলে তা

ফিরে পাওয়া খুব শক্ত । কি ভুল বললাম ? তাহলে চেয়ারে বসে একবার ইতিহাস এঁটে দেখুন ।

মূল পান্ডুলিপি

চেয়ার

কাষ্ঠ কিংবা ধাতব নির্মিত শরীর , চতুষ্পদী , দ্বৈত হস্ত ,স্কন্ধ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে মস্তকাবোধি পশ্চাৎ ভাগ -- মোটের উপর এই আমার পরিচয় । আমি চেয়ার । কি ? আমাকে গণ্য করলেন না তো । তা অবশ্য না করারই কথা । আমার কি-ই বা ক্ষমতা আছে । কেউ কোলের উপর চেপে বসলে গর্ধবের কর্তব্য মনে করে নিরবে সহ্য করতে হয় । কেউ ঘাড় ধরে সরাবে , কেউ কোমর ধরে ঘুরাবে । সব আমার কপালের লিখন । মাঝে মাঝে রাগ হয় জানেন । ভাবি , এত অত্যাচার সারা জীবন সহ্য করে যেতে হবে ! একবার অবশ্য বদলা নেবার চান্স হয়েছিল । আমার কোমরটা কখন একটু ঢিলা ঢিলা হয়েছিল কেউ জানে না । একজন হোমরা চোমড়া গোছের বাবু তার বপুটা যেইকি আমার উন্মুক্ত কোলের উপরে উপবেশন করলেন অমনি মর্মর মর্মর .. তারপর ধপাস ! সেই দিন বুঝেছিল আমাকে যত্ন না করে শুধু ব্যবহার করলে তার ফল কি দাঁড়ায় । যত্ন অবশ্য যে আমার একেবারে হয় না তা বললে বেইমানি হবে । তবে তা ক্ষেত্র বিশেষে । যেমন ধরুন আমাকে যদি কোন মন্ত্রী -সান্ত্রীর ঘরে দেখতে পান , দেখবেন সকাল সকাল আমার শরীরের ধুলো পরিস্কার হচ্ছে , ঘাড় পর্যন্ত তোয়ালে জড়ান হয়েছে , আমার সামনে টেবিল বাবাজি নৈবেদ্যর আকারে রেখে দিয়েছেন তার সুসজ্জিত লট বহর । আমাকে তখন চেয়ার বললে একটু ছোটো করা হয় । কুর্সি বলুন তো ঠিক আছে । এখানে আমার উপরে কেউ না । টুল না, টেবিল না , সামনের স্তুপ করা ফাইল না , এমনকি বিদেশি কম্পিউটারটাও না । কিন্তু এই আমাকেই যদি কোন মঞ্চে ঠেসে দেন তাহলে গেলাম ! একে তো পাটাতন

অসমতল , তার উপর রেডিমেট পোষাক আসাক । কোন নেরু দা কখন ঘাড় টেনে বসবেন আবার উঠবেন তার না আছে কোন ভব্যতা না আছে কোন সতর্কতা । সেবার এক বাবু মশাইয়ের প্যান্টের পেছন দিকের কাপড় ফ্যার ফ্যার করে ... সে যা তা অবস্থা । আমার বাম কোলের উপর সামান্য পেরেক উঠেছিল । তা তুমি দেখে বসনি কেন ? এখন রেগে মেগে আমাকে মঞ্চের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে । বা বা বা । আর যখন আমি তোমাদেরকে ইট পাটকেলের হাত থেকে বাঁচাই ? অপিসে বসে বাইরের গুন্ডাদের ডান্ডা সামলাও যখন আমার কোলের তলাতে ঢুকে ? লজ্জা করে না ! আমাকে তোমরা পেয়েছটা কি ? ছাত্র রাগ দেখাবে আমাকে আছাড় মেরে , রোগীর আত্মীয় হাসপাতালের উপর তেজ মেটাবে আমাকে চুরমার করে , সেই দিনতো বাড়ির ছোটো গিন্নি মোবাইলের টাওয়ার পাচ্ছিলনা বলে আমাকে ঝেড়ে দিল এক লাথি । তার পরে নখ উপরে গেলে বর আর আমাকে এক সাথে গাল পাড়তে লাগলেন । ভালো লাগেনা জানেন । মাঝে মাঝে মনে হয় যদি আমি না জন্মাতাম বেশ হত । বসতো সব আসন পেতে হাটু মুড়ে । বুঝতো বাতের ব্যাথা কাকে বলে । যাকগে , যা হচ্ছে হোক । আপনাদের সেবা দেওয়াই আমার কাজ । দিয়ে যাই , দিয়ে যাই । যেভাবে খুশি আমাকে ব্যবহার করুন - পরিপাটি করে বসুন , হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসুন , পায়ের উপর পা তুলে কায়দা ভেজে বসুন , কোমর দুলিয়ে আমাকে নিয়ে দোল খান আমার কোনও আপত্তি নেই । শুধু মাঝে সাঝে আমাকে একটু যত্ন করুন । আমার প্রতি আপনাদেরও একটা কর্তব্য রয়েছে , তাই নয় কি ? মনে রাখবেন আমার কিন্তু একটা 'মান' আছে । আর চেয়ারের 'মান' মানে আপনারই সন্মান । তাই বলে আবার আমাকে অযথা আটকে রাখবেন না । চেয়ার আটকে রাখা মোটেও নিরাপদ নয় । জোর করে ধরে রাখা চেয়ার একবার হাত ছাড়া হলে তা ফিরে পাওয়া খুব শক্ত । কি ভুল বললাম ? তাহলে চেয়ারে বসে একবার ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন ।

২। নিম্ন রচনাটি আই , পি , এ পদ্ধতিতে লেখ

নিজের জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে আবেগ মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য । সম্ভবত প্রানি মাত্রেরই প্রছন্ন বা অপ্রছন্ন ভাবে এই বৈশিষ্ট্য থাকে । তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই জাতিগত আবেগ অনেকগুলি মাত্রায় বিন্যস্ত । যেমন মানুষ , মানুষ হিসাবেই প্রানিকুলের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত । আবার এদের আলাদা আলাদা নেশন আছে ।এক একটি নেসনভুক্ত মানুষের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য আছে , বর্ণগত পার্থক্য আছে , জাতি-উপজাতিগত পার্থক্য আছে , এমনকি পেশাগত পার্থক্যও আছে । আর আছে ভাষাগত পার্থক্য। প্রতিটি শ্রেণির মধ্যস্থিত অবস্থান থেকে মানুষ নিজস্বতা বোধ, সম্প্রদায়গত ভাবাবেগ কমবেশি অনুভব করে । তা নিয়ে চর্চাও করে । এমনকি অনেকক্ষেত্রে সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেই আবেগকে প্রবল ভাবে তুলেধরে ।এবং সেই আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং সততা কিছু কম থাকে না ।